গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।
www.palashbari.gaibandha.gov.bd

স্মারক নং ৩১.৫৫.৩২৬৭.০০০.০৬.০০১.২৫-৮২

তারিখ: ১৪ / ০১ /২০২৬ খ্রি.

জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি (সংশোধিত)

এতদ্বারা নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যচাষীসহ অন্যান্য নিবন্ধিত সমবায় সমিতি/সংগঠন কে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ মূলে পলাশবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সরকারি জলাশয় (২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ) শর্ত সাপেক্ষে বাংলা ১৪৩৩-১৪৩৫ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ইজারা প্রদানের জন্য আগ্রহী সমিতি/সংগঠন কে অফিস চলাকালীন সময়ে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নগদ মূল্যে (অফেরৎ যোগ্য) নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ পূর্বক অনলাইনে (jm.lams.gov.bd লিংকে) আবেদন দাখিলের আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্র:নং	ইউনিয়ন	জলমহালের নাম	তফসিল						৩ বছরের ইজারা মূল্য (টাকা)
			মৌজা	খতিয়ান	পূর্বের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত দাগ	সংশোধিত দাগ	পূর্বের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জমির পরিমান	সংশোধিত জমির পরিমাণ (একর)	
১	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি বিল	রাঙ্গামাটি	১	২৭	১৫৪	১.৮৫ একর	১৩.৬৭ একর	৫,৬৩,০৬৩/-
২	কাজিরবাজার	বড় আজরার বিল	তালুক ঘোড়াবান্ধা	১	২৫৪২	৩১৮১	৮.০০ একর	৮.১৪ একর	৫,২৫,০০০/-
৩	হরিণাখপুর	আলশিয়া বিল	মরাদাতেয়া	১	৩৩০০	৩৩০০	৯.৩৭ একর	৯.৩৭ একর	৩,৭৬,০৫৮/-
৪	হরিণাখপুর	জামিরার বিল	কিসমত কেওয়াবাড়ী	১	৭১০	৯৯৪	২.৮৯ একর	২.৮৯ একর	২,১১,০৫০/-
৫	হোসেনপুর	আটঘড়িয়া বিল	আটঘড়িয়া	১	১৫১	২৬৭	১.৪০ একর	১.৪০ একর	৩১,৫০০/-

জলমহাল ইজারা প্রদানের পদ্ধতি

ক্রম নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১	০১ মাঘ থেকে ১৫ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
২	১৮ মাঘ ২০ মাঘ/০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।
৩	২২ মাঘ থেকে ২৮ মাঘের মধ্যে/০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।
৪	২৯ মাঘ থেকে ০৫ ফাল্গুণ/১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি এর মধ্যে	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
৫	০৬ ফাল্গুণ থেকে ২৬ ফাল্গুণ/১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ এর মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন ।
৬	২৭ ফাল্গুণ থেকে ০২ চৈত্রের মধ্যে/১২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ এর মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ
৭	০৩ চৈত্র থেকে ১৫ চৈত্র/১৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ এর মধ্যে	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারা মূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন ।
৮	০১ বৈশাখ/ ১৪ এপ্রিল	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া ।

জলমহাল ইজারার শর্তাবলীঃ

১। উপজেলা ভূমি অফিস, পলাশবাড়ীর কার্যালয় হতে আগ্রহী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমূহ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা (অফেরৎযোগ্য) মূল্যে দরপত্র দাখিলের পূর্বের কার্যদিবস পর্যন্ত অফিস চলাকালীন দরপত্র আবেদন (সিডিউল) সংগ্রহ করতে পারবেন ।

২। সীলমোহরকৃত দরপত্র ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় পলাশবাড়ী, গাইবান্ধায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত দাখিল করা যাবে। দুপুর ১.০০ টায় বাক্সের মুখ বন্ধ করে ঐ দিনই বিকাল ৩.০০ টায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) দরপত্রসমূহ খোলা হবে। পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৩। আবেদনপত্র দাখিলের সময় ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানত হিসেবে (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা এর অনুকূলে) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করতে হবে। সমুদয় ইজারা মূল্যের ১৫% ভ্যাট এবং ১০% আয়কর এবং প্রথম বছরের ইজারা মূল্যের সমুদয় টাকা বিলটির দখল হস্তান্তরের পূর্বেই এককালীন পরিশোধ করতে হবে। যে সকল আবেদন গৃহীত হবে না, সে সকল আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত জামানত, আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই ফেরৎ প্রদান করা হবে। তাছাড়া আবেদনপত্র দাখিলকারী সমিতির নিবন্ধনপত্রের সত্যায়িত কপি সহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র (আবেদনপত্রে উল্লিখিত) আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে। আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ উপজেলা সমবায় অফিসার/উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এর নিকট হতে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণপূর্বক বিগত ০৩ (তিন) বছরের অডিট রিপোর্টসহ দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে না।

৪। দরপত্র সমূহ নির্ধারিত তারিখে/তারিখ সমূহে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে গ্রহণ করা হবে এবং একই তারিখে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় দরপত্র দাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

CamScanner

৫। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নিবাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টে লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩ বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্যচাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল মর্মে গণ্য হবে।

৬। প্রতিটি আবেদনপত্রে খামের উপর জলমহালের নাম বিবরণ ও মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনের নাম, ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। বেনামে/ভূয়া/তথ্যকতাপূর্ণভাবে কোন সমিতি/সংগঠনের নাম ব্যবহার করে আবেদন করা হলে অথবা তথ্য গোপন করা হলে উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত সমিতির আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদনের পূর্বে জলমহাল দখল দেয়া হবে না।

৮। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাফী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না ।

৯। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত আবে না ।

১০। আবেদনপত্র অনুমোদন প্রাপ্তির বিলম্ব হলে এ বিলম্বের কারণে কোনভাবেই ইজারার মেয়াদকাল বৃদ্ধির আবেদন গ্রহণ যোগ্য হবে না। বছরের যে কোন সময় আবেদন আহবান করা হলেও ইজারার মেয়াদকাল ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বাংলা সন হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। ইজারা মেয়াদকাল বাংলা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৫ বাংলা সন পর্যন্ত কার্যকর হবে।

১১। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত ও যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাই আবেদনে অংশগ্রহনের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

১২। ইজারা প্রদানকালীন সময়ে/ইজারা প্রদানের পরেও আপত্তি গ্রহণ অব্যহত থাকবে। কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/উপযুক্ত কাগজপত্র পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত/বাতিল করা হবে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারবেন না।

১৩। দাখিলকৃত আবেদনপত্র সমূহ বিবেচনার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারীকৃত সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুসরণ করা হবে। ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের পরেও সরকার কর্তৃক কোন পরিপত্র বা আদেশ প্রদান করা হলে তা কার্যকর করা হবে।

১৪। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র বাতিল কিংবা গ্রহণ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৫। ইজারা গ্রহীতা কাউকে ইজারাকৃত জলমহাল সাবলিজ দিতে পারবেন না। । সাবলিজ প্রদান করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদত্ত ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত মহালের সীমানা বজায় রাখবেন। জলাশয়ের পাড়ে কোন বৃক্ষ থাকলে তা কর্তন করতে পারবেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে ইজারাকৃত জলাশয়ের সম্পত্তি সংরক্ষণ করবেন। ইজারা গ্রহীতা জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবেন না। কেহ যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বে-দখল করতে না পারে তা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন। সাবলিজ প্রদান করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদত্ত ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬। টেন্ডারদাতা মহাল সম্পর্কিত অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দরপত্র দাখিল করবেন। পরবর্তীতে মহাল সম্পর্কিত কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৭। ইজারা কালীন সময়ে সরকার কর্তৃক নতুন কোন কর আরোপ করা হলে ইজারাগ্রহীতা তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

১৮। মৎস্য সংক্রান্ত আইন ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

১৯। ইজারা গ্রহীতাকে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারি আদেশ/নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ইজারা প্রদানকালে জলাশয়ের সরকারি ভাবে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সে ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

২০। ইজারা গ্রহীতাকে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা/ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময়ে জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে হবে ও পরিদর্শন কাজে সহায়তা করতে হবে।

২১। জলমহালের ইজারা মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে তার দখল সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরবার হস্তান্তর করতে হবে।

২২। কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্ত বা অনুচ্ছেদ পরিবর্তন/পরিমার্জন বা বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন ।

শেখ জাবের আহমেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

CamScanner